Lecture no -23+24

বিষয়ঃ যুক্তিবিদ্যা

অধ্যায়-৩য়

গঠন অনুসারে যুক্তিবাক্য ২ প্রকার

১, সরল যুক্তিবাক্য

২, যৌগিক যুক্তিবাক্য

সরল যুক্তিবাক্যঃ যে যুক্তিবাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য ও একটিমাত্র বিধেয় পদ থাকে তাকে সরল যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- রহিম হয় সুখী।

যৌগিক যুক্তিবাক্যঃ যে যুক্তিবাক্যে একাধিক উদ্দেশ্য বা একাধিক বিধেয় পদ থাকে তাকে যৌগিক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- চক হয় সাদা ও শক্ত।

গুণের ভিত্তিতে যুক্তিবাক্যের শ্রেণীবিভাগ

১,নঞর্থক যুক্তিবাক্য

২,সদর্থক যুক্তিবাক্য

সদর্থক যুক্তিবাক্যঃ যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সর্ম্পকে বিধেয়কে স্বীকার করা হয়, তাকে সদর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- রীনা হয় সুখী

নঞর্থক যুক্তিবাক্যঃ যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সর্ম্পকে বিধেয়কে অস্বীকার করা হয়, তাকে নঞর্থক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- রীপা নয় সুখী।

সম্বন্ধের ভিত্তিতে যুক্তিবাক্যের শ্রেণীবিভাগ

১, শর্তহীন যুক্তিবাক্য

২, শর্তযুক্ত যুক্তিবাক্য

১, **শর্তহীন যুক্তিবাক্যঃ** যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের মধ্যেকার সর্ম্পক কোনো শর্তের উপর নির্ভরশীল নয়, তাকে শর্তহীন যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- বিশাখ হয় বুদ্ধিমান।

২, **শর্তযুক্ত যুক্তিবাক্যঃ** যে যুক্তিবাক্যের মুল বক্তব্য কোনো শর্তের উপর নির্ভরশীল তাকে শর্তযুক্ত যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- যদি মোহন আসে তবে আমি যাব

তাৎপর্যের ভিত্তিতে যুক্তিবাক্য

তাৎপর্যের ভিত্তিতে যুক্তিবাক্য ২ প্রকার

১, বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য

২, সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য

বিশ্লেষক যুক্তিবাক্যঃ যে যুক্তিাবাক্যে উদ্দেশ্য পদের জাত্যর্থকে বিবৃত করা হয়, তাকে বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- সকল কুমার হয় অবিবাহিত।
অথবা, যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সর্ম্পকে নতুন তথ্য দেয়না তাকে বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য বলে।

সংশ্লেষক যুক্তিবাক্যঃ যে যুক্তিবাক্যে বিধেয় পদ উদ্দেশ্য পদের জাত্যর্থের অর্ন্তভুক্ত কোনো গুণের উল্লেখ না করে , জাত্যর্থের অতিরিক্ত কোনো কোনো গুণের উল্লেখ করে তাকে সংশ্লেষক যুক্তিবাক্য বলে। যেমন- মানুষের চুল হয় কালো।
অথবা, যে যুক্তিবাক্যে উদ্দেশ্য সর্ম্পকে নতুন তথ্য দেয়না তাকে বিশ্লেষক যুক্তিবাক্য বলে।

প্রশ্ন ১৫। 'কোন যুক্তিবাক্যের বিধেয়পদ অব্যাপ্য'– ব্যাখ্যা কর।
[রা. বো. '১৮, কু. বো. '১৮, চ. বো. '১৮, ব. বো. '১৮]

উত্তর: A এবং I যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য। A এবং I যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ কখনই তাদের সামগ্রিক ব্যক্ত্যর্থ প্রকাশ করতে পারে না। তাছাড়া ব্যাপ্যতার নিয়ম অনুযায়ী সার্বিক যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ এবং বিশেষ যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যপ্য। তাই A এবং I যুক্তিবাক্যের বিধেয় পদ অব্যাপ্য।

প্রশ্ন ১৬। স্বকীয় নামবাচক পদগুলো কীভাবে জাত্যর্থক? [চ. বো. '১৭,]

উত্তর: স্বকীয় নামবাচক পদগুলো জাত্যর্থক নয়। যে পদ কেবর ব্যক্তর্থ বা কেবল জাত্যর্থ প্রকাশ করে তাকে জাত্যর্থক পদ বলে। বিভিন্ন স্বকীয় নামবাচক পদ যেমন– বকুল, তিশা, রাকিব, অপু ইত্যাদি কেবল ব্যক্ত্যর্থকে নির্দেশ করেছে, কেনো জাত্যর্থ বা আবশ্যিক গুণাবলিকে নির্দেশ করেনি। তাই এ পদগুলো অজাত্যর্থকপদ।

প্রশ্ন ১৭। 'এবং', 'অথবা' শব্দগুলোকে সহপদযোগ্য শব্দ বলা হয় কেন? [দি. বো. '১৬,]

উত্তর: 'এবং', 'অথবা' শব্দগুলো স্বাধীনভাবে কোনো যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না। তবে অন্য শব্দ বা পদের সাথে যুক্ত হয়ে যুক্তিবাক্যের উদ্দেশ্য বা বিধেয় হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। আইন শব্দগুলো সহপদযোগ্য শব্দ।